তৃতীয় শ্রেণি ● ইসলাম শিক্ষা ● অধ্যায়ভিত্তিক কাজের সমাধান

অধ্যায়—৫: জীবজগৎ ও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা

১। সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন (√) দাও:

ক) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সবকিছু কার সৃষ্টি?
১. মানুষের ৩. মহান আল্লাহর√
২. ফেরেশতার ৪. রাসুলের

খ) মহান আল্লাহ প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত করেছেন?
১. জিন জাতির ২. মানব জাতির√
৩. ফেরেশতার ৪. প্রকৃতির

গ) প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের উপর আমরা নির্ভরশীল কেন?
১. আমাদের খাদ্য জোগায়
২. আমাদের বস্ত্রের উপকরণ জোগায়
৩. আমাদের বাসস্থানের উপকরণ জোগায়
৪. উপরের সবগুলো সঠিক√

ঘ) যদি কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করে। এরপর তার ফল কোনো মানুষ, পাখি বা পশু খায়। তা রোপণকারীর জন্য কী হিসেবে গণ্য হয়?
১. উপহার ২. ঋণ
৩. সদকা বা দান√ ৪. অবদান

ঙ) 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানবাসী তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' এটা কার বাণী?
১. মহানবি (স.) √
২. হজরত আবু বকর (রা.)
৩. হজরত উমর (রা.)
৪. হজরত উসমান (রা.)

২। শূন্যস্থান পূরণ:

ক. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগৎ আমাদের জন্য মহান আল্লাহর **নিয়ামত**।

খ. আমাদের সাথে প্রকৃতি ও জীবজগতের নিবিড় **সম্পর্ক** বিদ্যমান।

গ. প্রকৃতি ও জীবজগতের প্রতি **ভালোবাসাপূর্ণ** আচরণের মাধ্যমে যত্নশীল হতে সচেষ্ট হব।

ঘ. জীব ও প্রকৃতিরও **পরিবার** আছে।

ঙ. ধূমপান **বায়ুদূষণ** ঘটায়।

৩। দাগ টেনে মিল করি:

বাম পাশের অংশ	ডান পাশের অংশ
গাছপালা থেকে আমরা	ইসলামে নিষিদ্ধ।
প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সকল কিছুই	পরিবেশ নষ্ট করে।
মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে	অক্সিজেন পাই।
প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য	ভালোবাসতে ও যত্ন করতে হবে।
মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ	মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

সমাধান:

ক. গাছপালা থেকে আমরা—অক্সিজেন পাই।

খ. প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের সকল কিছুই—মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

গ. মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিকে—ভালোবাসতে ও যত্ন করতে হবে।

ঘ. প্লাস্টিক, পলিথিন, রাসায়নিক বর্জ্য—পরিবেশ নষ্ট করে।

ঙ. মাটি, বায়ু, পানি ও পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ—ইসলামে নিষিদ্ধ।

৪। শুদ্ধ/অশুদ্ধ নির্ণয়:

ক. মহান আল্লাহ প্রকৃতিতে জড় ও জীবের সৃষ্টি করেছেন। (শুদ্ধ)

খ. প্রকৃতি ও জীবজগতের কোনো কিছু আমাদের উপকারে আসে না। (অশুদ্ধ)

গ. জীবজন্তুর মৃতদেহ বা উচ্ছিষ্ট যেখানে সেখানে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। (অশুদ্ধ)

ঘ. জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ গুরুত্বপূর্ণ। (শুদ্ধ)

ঙ. মহানবি (স.) জীব ও প্রকৃতির প্রতি দয়া ও ভালোবাসা দেখাতে বলেছেন। (শুদ্ধ)

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

ক. মহান আল্লাহ আমাদের উপকারের জন্য কী কী সৃষ্টি করেছেন?

উত্তর: মহান আল্লাহ আমাদের জন্য চন্দ্র-সূর্য, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বায়ু-পানি-মাটি ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন।

খ. সৃষ্টিজগৎ থেকে তুমি কী কী উপকার পাও?

উত্তর: আমি গাছ থেকে অক্সিজেন ও খাবার পাই, পানি থেকে জীবনধারণের জন্য পানি পাই, মাটিতে গাছ রোপণ করতে পারি, সূর্য থেকে তাপ পাই।

গ. জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর: জীব ও প্রকৃতি আমাদের অনেক উপকার করে, তাই আমরা জীব ও প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা ও যত্নশীল আচরণ করা গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ. বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে মহানবি (স.) কি নির্দেশ দিয়েছেন?

উত্তর: বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বোঝাতে মহানবি (স.) বলেছেন, 'যদি কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করে, এরপর তার ফল কোনো মানুষ, পাখি বা পশু খায় তাহলে তা রোপণকারীর জন্য সদকা (দান) হিসেবে গণ্য হয়'।

ঙ. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তোমরা কী কী কাজ করবে?

উত্তর: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমরা প্রচুর গাছ লাগাব, মাটি-পানি-বায়ু দূষণ করব না, পরিবেশের সকল উপাদানের প্রতি যত্নশীল হব।

৬। বর্ণনামূলক প্রশ্ন:

ক. আমরা কীভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের উপর নির্ভরশীল তা উল্লেখ কর।

উত্তর: আমরা প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবজগতের উপর নির্ভরশীল। আমাদের খাদ্যশস্য, ফল-মূল, শাকসবজি, মাছ, মাংসসহ সকল খাদ্য উপাদান প্রকৃতি থেকেই আসে। বিশুদ্ধ বাতাস আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজন, যা গাছপালা সরবরাহ করে। তাছাড়া, নদী, ঝর্ণা ও ভূগর্ভস্থ পানি আমাদের সুপেয় পানির উৎস। আশ্রয়ের জন্য কাঠ, বাঁশ, মাটি, পাথরসহ বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী প্রকৃতি থেকে পাওয়া যায়। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকলে আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকে, কৃষিকাজ সফল হয় এবং জীবজগতের মধ্যে খাদ্যশৃঙ্খল ঠিক থাকে, যা মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খ. প্রকৃতির ক্ষতি করলে কি কি সমস্যা হতে পারে তা বর্ণনা কর।

উত্তর: প্রকৃতির ক্ষতি করলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়ের ফলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, অতিবৃষ্টি ও তাপদাহের মতো সমস্যা দেখা দেয়। শিল্পকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া বায়ু দূষণ ঘটিয়ে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রোগ সৃষ্টি করে। নদী, হ্রদ ও সমুদ্র দূষিত হলে জলজ প্রাণী হুমকির মুখে পড়ে এবং সুপেয় পানির সংকট দেখা দেয়। অতিরিক্ত কৃষিজ রাসায়নিক ও প্লাস্টিক বর্জ্য মাটির উর্বরতা নষ্ট করে, ফলে কৃষি উৎপাদন কমে যায়। এসব সমস্যার কারণে মানবজীবন চরম দুর্ভোগে পড়ে এবং পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়ে।

গ. প্রকৃতি ও পরিবেশের যত্ন সম্পর্কে ইসলামে কি বলা হয়েছে তা লেখ।

উত্তর: ইসলাম সবসময় প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর যত্নশীল আচরণের তাগিদ দেয়। মাটি-পানি-বায়ুর ক্ষতি হয়, এমন সকল ধরনের কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি যত্নশীল আচরণের গুরুত্ব বোঝাতে মহানবি (স.) বলেছেন, 'তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো, আসমানবাসী (আল্লাহ) তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।' শুধু তাই নয়, গাছ লাগানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেছেন, "যদি কিয়ামতের দিনও তোমাদের হাতে একটি চারা থাকে, তবে তা রোপণ করো" বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বোঝাতে মহানবি (স.) বলেছেন, 'যদি কোনো মুসলমান বৃক্ষরোপণ করে, এরপর তার ফল কোনো মানুষ, পাখি বা পশু খায় তাহলে তা রোপণকারীর জন্য সদকা (দান) হিসেবে গণ্য হয়'। এথেকে বোঝা যায় যে, ইসলামে প্রকৃতির ওপর যত্নশীল আচরণ করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি

ইবাদত। পানি ও বায়ু দূষণ না করা, প্রাণীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং অতিরিক্ত সম্পদ অপচয় না করাও ইসলামের শিক্ষা। এসব নির্দেশনা আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বোঝায় এবং পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখতে উৎসাহিত করে।